Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-06-2026 15:33 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২১ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ৫ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬২ সংখ্যা ।। ২ পাতা

চন্দ্রনাথ রথ খুনে নয়া মোড়, আত্মসমর্পণ উত্তরপ্রদেশের ‘গ্যাংস্টার’ মনুর

অবশেষে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইর সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প! কথা হবে চুক্তি নিয়ে

ঋতব্রতর ‘বিরোধী’ দলনেতা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করবে কালীঘাট? কল্যাণ বলছেন, ‘আদালতে প্রমাণ হবে

লোকসভাতেও নেতৃত্ব বদল

জল্পনার মাঝে বিস্ফোরক পোস্ট কাকলির

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের বিধানসভা রাজনীতির পর এবার লোকসভাতেও সাংসদদের অবস্থান বদল এমনটাই শোনা যাচ্ছে সর্বত্রই। এই আবহে লোকসভায় নতুন দলনেতা হিসেবে কাকলি ঘোষ দস্তিদার-এর নাম উঠে আসছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে তিনি কোনও নিশ্চিত মন্তব্য করেননি।দীর্ঘদিন ধরে মমতা ব্যানার্জী-র ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি চারবারের সাংসদ এবং সম্প্রতি পর্যন্ত লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতকের দায়িত্বে ছিলেন। পরে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণ ব্যানার্জী-কে। এরপর থেকেই দলের অভ্যন্তরে মতপার্থক্যের জল্পনা বাড়তে থাকে।কিছুদিন আগে দলীয় কৌশল ও সংগঠন পরিচালনা নিয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং দলের একাধিক সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র হয়।সূত্রের দাবি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একাধিক সাংসদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, সাংসদদের একাংশ লোকসভায় নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়ে পদক্ষেপ করতে পারেন। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।এরই মধ্যে শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেখানে তিনি লেখেন, চার দশকের রাজনৈতিক লড়াই ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, বরং নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে। তাঁর পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।তবে লোকসভায় নেতৃত্ব বদল বা সাংসদদের অবস্থান পরিবর্তন নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বা দলীয়ভাবে নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। ফলে রাজনৈতিক জল্পনা চললেও চূড়ান্ত অবস্থান স্পষ্ট হতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।

জেলা পরিষদ হারাল তৃণমূল

নয়া জামানা ঃ শুভেন্দু অধিকারীর হাতে কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যে প্রথম জেলা পরিষদ হাতছাড়া হল ঘাসফুল শিবিরের, সেটাও সেই শুভেন্দুর গড়েই। শুক্রবার মেদিনীপুরের ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন উত্তম বারিক। জানা যাচ্ছে, ৭ দিনের মধ্যে পদত্যাগের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

স্কুলে অসুস্থ ৫ পড়ুয়া

বাবলু রহমান,নয়া জামানা ঃ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঁচ পড়ুয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মিড-ডে মিল খাওয়ার পর শ্রেণিকক্ষে ফিরে মাথা ঘোরা ও দুর্বলতার অভিযোগ করে তারা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা দ্রুত তাদের ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে পড়ুয়াদের। প্রাথমিকভাবে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়াকে কারণ হিসেবে মনে করা হলেও মিড-ডে মিলের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা স্কুলে বাড়তি সতর্কতার দাবি তুলেছেন। বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ জল, বায়ু চলাচল ও গরম মোকাবিলায় পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে নতুন করে।

বিজেপি ছাড়লেন আন্নামালাই

নয়া জামানা ঃ দিন চারেকের লুকোচুরি খেলা শেষ। শেষ পর্যন্ত কে আন্নামালাইয়ের বিজেপি ছাড়ার জল্পনায় সরকারি সিলমোহর পড়ে গেল। শুক্রবার আন্নামালাইয়ের জন্মদিন। সেদিনই সরকারিভাবে বিজেপি জানিয়ে দিল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছে দল।

ডিউটিতে গাফিলতি চলবে না, আসানসোল

হাসপাতালে হুঁশিয়ারি মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

নয়া জামানা ঃ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার একমাসের মধ্যেই আসানসোল জেলা ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশু কল্যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা হাসপাতালে কনফারেন্স হলে হওয়া এই বৈঠকে মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক বা ডিএম এস পোন্নাবলম, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা সিএমওএইচ ডাঃ ইউনুস খান, আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিল চন্দ্র দাস, ডেপুটি সুপার, সহকারী সুপাররা।

এছাড়াও ছিলেন চিকিৎসক, নার্স, পুলিশ ও পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা।বৈঠকে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জেলা হাসপাতালের সামগ্রিক চিত্রটা বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি বৈঠকে সুপার ও অন্য চিকিৎসক নার্স এবং কর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত ভাবে কথা বলেন। মন্ত্রী হাসপাতালের মর্গ, ট্রমা কেয়ার সেন্টার, বেশ কিছু চিকিৎসকের অনিয়মিত আসা, ঔষধের দোকান, নিরাপত্তা সহ একাধিক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সবকিছু ঠিক করে জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিসেবা মানুষেরা পান, তার নির্দেশ তিনি সুপারকে দেন। কিছু বিষয় দেখার জন্য তিনি ডিএমকে বলেন। বাকি কিছু বিষয় নিয়ে তিনি নিজে স্বাস্থ্য সচিব ও অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, অনেক চিকিৎসক সপ্তাহে ঠিক মতো ডিউটি করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তৃণমূল জমানায় এইসব চলতে পারে। কিন্তু বিজেপি সরকারে তা চলবে না। সরকারি নির্দেশ মেনে সবাইকে ডিউটি করতে হবে। অনেক নার্স ও কর্মী আছেন, যারা রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। এইসব কিছু বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, এই হাসপাতালে একটা ট্রমা কেয়ার সেন্টার তৈরির কথা ছিলো। এ্যাম্বুলেন্স সহ অন্য সামগ্রী তারজন্য আনা হয়েছিলো। কিন্তু এখানে তা না হয়ে তা, সিঙ্গুরে চলে যায়। ডিএমের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি এই ট্রমা কেয়ার সেন্টার জাতীয় সড়কের পাশে হলে ভালো হয় ।কেননা, বেশির ভাগ দুর্ঘটনা জাতীয় সড়কে হয়। এই বিষয়টা নিয়ে আমি স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে কথা বলবো। এই হাসপাতালে সুলভ মূল্যে ঔষধের দোকান ছিলো। কিন্তু পরে সেই দোকানের মালিক টেন্ডারের মাধ্যমে পাননি। কিন্তু, তারপরেও তিনি তা ছাড়েননি। ফেলে টেন্ডারে পাওয়া লোক সেটি খ ুলতে পারছেন না। আমি পুলিশকে বলেছি আগের দোকান মালিককে দুদিনের মধ্যে তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলতে। সে তা করলে, তাকে বার করে দেওয়া হোক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 05-06-2026 15:33 Page 2

ক্লাব ঘর থেকে বিপুল সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সন্দেশখালি এলাকায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-এর সঙ্গে যুক্ত একটি ক্লাব ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ ও কৃষি সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কানমারী এলাকায় 'কানমারী মোহনবাগান ক্লাব' নামে একটি ক্লাব ঘরে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সিলমোহরযুক্ত ত্রিপল, শীতবস্ত্র (কম্বল) এবং কৃষকদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী মজুত ছিল। অভিযোগ, ওই ক্লাবটি প্রাক্তন বিধায়কের ঘনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত এবং সেখানেই এসব সামগ্রী গোপনে রাখা হয়েছিল।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক কর্মীরা সেখানে পৌঁছে তল্লাশি চালান। এরপরই বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী মজুত অবস্থায় পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ

হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করে।স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণের বদলে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁদের দাবি, দ্রুত এই সামগ্রী দরিদ্র ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিরোধী পক্ষের দাবি, এটি শাসকদলের দুর্নীতির একটি উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিস্তৃত দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তাঁর দাবি, ওই সামগ্রীগুলি সরকারি অনুমোদন অনুযায়ী সংরক্ষিত ছিল এবং উপযুক্ত গুদাম না থাকায় সাময়িকভাবে ক্লাব ঘরে রাখা হয়েছিল। নির্বাচনী আচরণবিধি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে বিতরণ সম্ভব হয়নি বলেও তিনি জানান। ঘটনাটিকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন।পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক নথি ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুমোদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় এখনো উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

লাইব্রেরিতে মদের বোতল উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের কপাটহাট এলাকায় একটি লাইব্রেরিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পাঠাগার হিসেবে ব্যবহারের বদলে দীর্ঘদিন ধরে ওই লাইব্রেরি মদের গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে এলাকার কিছু বিজেপি কর্মী-সমর্থক লাইব্রেরির সামনে জড়ো হন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই লাইব্রেরির কার্যকলাপ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সন্দেহ ছিল। পরে লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ

করে তাঁরা সেখানে বিপুল পরিমাণ মদের বোতল ও কার্টন দেখতে পান বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে লাইব্রেরি থেকে উদ্ধার হওয়া মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কীভাবে একটি লাইব্রেরি এই অবস্থায় পৌঁছল, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং এর পিছনে অন্য কোনও অসামাজিক কার্যকলাপ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, স্থানীয় তৃণমূলের একাংশের মদতেই লাইব্রেরির এই অবস্থা হয়েছে। বিজেপি নেতাদের দাবি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

নন্দীগ্রামে বোমাবাজি ,এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ

নয়া জামানা , তমলুক ঃ নন্দীগ্রামে কার্ড ব্যাঙ্ক নির্বাচনের দিন ঘটে যাওয়া বোমাবাজির ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শামসুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গেছে।তদন্ত সূত্রে খবর, নির্বাচনের দিন নন্দীগ্রামের কাঞ্চননগর দিদারউদ্দিন হাই স্কুলের সামনে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী আহত হন এবং এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে তদন্তভার যায় এনআইএ র হাতে।দীর্ঘদিন ধরেই এই মামলায় শামসুল ইসলাম তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন বলে জানা গেছে। তবে এতদিন তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার হলদিয়া আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।এনআইএ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে এবং পুরো ঘটনার তদন্তে আরও তৎপরতা চলছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জলপাইগুড়িতে একটি গাছ মায়ের নামে কর্মসূচি

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি সদর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় 'একটি গাছ মায়ের নামে' শীর্ষক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনন্ত দেব অধিকারী। সকালে বিদ্যালয়ে পৌঁছে বিধায়ক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ ও পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন। তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পড়াশোনা ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বিদ্যালয়ে উপস্থিত অভিভাবকরাও বিধায়ককে সংবর্ধনা জানান এবং এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিন মিড-ডে মিলের কর্মীরাও বিধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ও কর্মক্ষেত্রের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিধায়ক তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সঙ্গে গাছের একটি আবেগের সম্পর্ক তৈরি করা। মাকে যেমন কেউ ভুলতে পারে না, তেমনই মায়ের নামে লাগানো গাছেরও যত্ন নেবে সবাই; এই ভাবনা থেকেই কর্মসূচির নামকরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণ ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে বেশি করে গাছ লাগানোর বিকল্প নেই। সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়তে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি সকলকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান। পাশাপাশি পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর ওপরও জোর দেন বিধায়ক। তিনি বলেন, যতটা সম্ভব প্লাস্টিক বর্জন করতে হবে এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব বলেও তিনি উল্লেখ করেন।বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচির মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে পরিবেশ রক্ষার মানসিকতা গড়ে উঠবে এবং সমাজে সবুজায়নের বার্তা আরও ছড়িয়ে পড়বে।

মাথাভাঙা-মেখলিগঞ্জে অনুপ্রবেশ রুখে দিল বিএসএফ, বাংলাদেশি জমায়েত ঘিরে সীমান্তে উত্তেজনা

নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ ফের উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারের মাথাভাঙা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। শুক্রবার সকাল থেকে দুই পৃথক সীমান্ত এলাকায় জিরো পয়েন্টে মহিলা ও শিশুসহ বেশ কয়েকজন মানুষ জড়ো হওয়ায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাথাভাঙা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রামপঞ্চায়েতের সাঙারবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন জিরো পয়েন্টে সকাল থেকে অন্তত ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিক অবস্থান করছেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই বেশি বলে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ মহকুমার চ্যাংরাবান্ধা গ্রামপঞ্চায়েতের

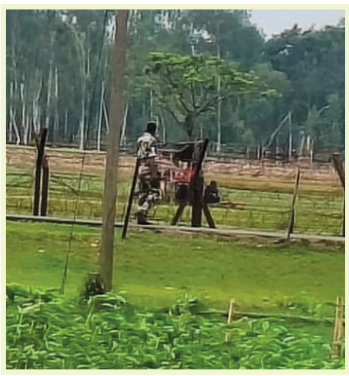

পানিশালা সীমান্ত এলাকাতেও বেশ কিছু মানুষ জিরো পয়েন্টে জড়ো হয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, তাঁরা ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে সেখানে অপেক্ষা করছেন।বিএসএফের স্থানীয় আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দিক থেকে কয়েকজন ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলেও তাঁদের সীমান্তেই আটকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদেরও ঘটনাস্থলে মোতায়েন থাকতে দেখা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে বিএসএফের আধিকারিকরা রয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও সাঙারবাড়ি সীমান্ত এলাকায় পৌঁছচ্ছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও অনুপ্রবেশ বা সংঘর্ষের ঘটনা সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

স্কুল চত্বরে ঝুঁকিপূর্ণ শুকনো গাছ, উদ্বেগে অভিভাবকরা

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার গোড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ফোদরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি স্কুল চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি শুকনো ও পচনধরা গাছও উদ্বেগ বাড়িয়েছে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বর্ষার আগে এই গাছগুলি যে কোনও সময় ভেঙে পড়ে বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।এই বিষয়গুলি সামনে আসার পর বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রধান শিক্ষক অরিত্র ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। জাতীয় সংগীত না হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রধান শিক্ষক জানান, কিছুদিন ধরে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। সেই কারণে নিয়মিত প্রেয়ার লাইন বা সকালের সমাবেশ করা হয়নি। তবে তিনি স্বীকার করেন যে বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী দিনে যাতে নিয়মিতভাবে তা অনুষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। অন্যদিকে স্কুল চত্বরে থাকা শুকনো গাছগুলির প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক জানান, এটি বহুদিনের সমস্যা। তাঁর দাবি, বিদ্যালয়ের একাধিক গাছ শুকিয়ে গেছে এবং কিছু গাছের গোড়া পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।